# পৃথিবীকে স্বর্গ করে গড়ে তুলতে হবে

**প্রতি**

**ভারতবর্ষের মহামান্য ন্যায়ালয় এবং ভারতের আপামর জনসাধারণ**

**বিষয়:- মানবতার অবক্ষয় তথা নারীদের উপর ঘটে চলা যৌন নির্যাতন, কুরীতি ও মানবসমাজের পক্ষে ক্ষতিকা-**রক কাজগুলি বন্ধের জনস্বার্থ আবেদন।

নিবেদন:- দেশে মানবতার অবনমনের কারণে প্রতিদিন ঘটে চলেছে যৌন অপরাধ, নারী নির্যাতন, হত্যা, সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের দ্বারা করা দুর্নীতি, ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি , যৌতুকের কারণে শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ি ননদের অত্যাচারে গৃহবধূদের আত্মহত্যা, সেই কারণে শশুর, শাশুড়ি, ননদ, স্বামী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের জেলে যাওয়া ইত্যাদি। পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে নেশাজাত দ্রব্য সেবনের কারণে যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে । এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য, আমাদের সদ্‌গুরু সন্ত রামপাল দাসজীর দ্বারা যে প্রচে-ষ্টাগুলি করা হচ্ছে, তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর পথে যে সমস্ত বাধা আসছে, সেগুলি দূর করার জন্যই আমাদের এই প্রতিবেদন।

বর্তমানে ভারতে আমরা সন্ত রামপাল দাস জী মহারাজের অনুগামীরা প্রায় নব্বই লক্ষ রয়েছি। আমাদের আন্ত-রিক দাবি যদি প্রত্যেক ভারতবাসী সন্ত রামপাল দাস জীর সৎসঙ্গের জ্ঞান বিচার শোনেন, তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ দেশ একদিন স্বর্গ সমান হয়ে যাবে। তাঁর বিচারধারায় প্রভাবিত হয়ে আমরা সকল অনুগামীরা সাধারণ তথা সভ্য ও সুখী জীবন যাপন করছি।

## "মানবতার অবক্ষয়ের কারণ"

সংসারে দিন দিন সুস্থ সংস্কৃতি তথা মানবতার যে পতন ঘটে চলেছে তার কারণ:

গণমাধ্যমে যুবক-যুবতীদের আকর্ষিত করে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে, যে সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে ভারতের সংস্কৃতি বহির্ভূত দৃশ্য দেখানো হয়, যা কোনো সভ্য সমাজে শোভা পায় না।

উদাহরণ: - সিনেমাতে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মধ্যে প্রেমের দৃশ্যে একে অপরের চুম্বন দেখানো হয়। দেখানো হচ্ছে প্রেমে পড়া মেয়ে তার পরিবারের সকল সদস্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়। একইভাবে পরিবারকে লুকিয়ে প্রেমিক ছেলেটি যে বিশেষ পোশাক পরে ঐ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে যায়, তা সভ্য সমাজের কাছে অশোভন। সংবাদপত্রে ছেলে ও মেয়েদের অর্ধনগ্ন ছবি, যা ২ থেকে ৮ বছর বয়সী মেয়েদের পরার যোগ্য পোশাক, তা ১৮-২০ বছরের বেশি বয়সী মেয়েদের পরিয়ে সিনেমায় দেখানো হয়। যার প্রভাব ওই সিনেমা দেখা নারীদের উপর অবশ্যম্ভাবীরূপে পড়ে। যার ফলে এর ক্ষতিকারক প্রভাব প্রথমে পড়ে শহরে বসবাসকারী পরিবারের উপর। তারপর এই শহুরে পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা যারা গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা যখন শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যায়, তখন তাদের দেখে গ্রামে এসেও একই রকম আচরণ করে। গ্রামের উচ্চবৃত্ত বাড়ির ছেলেমেয়েরা যে পোশাকই পরুক না কেন, গ্রামবা-সীরা তাদের বারণ করতে পারেন না কারণ তাদের যোগাযোগ উঁচু অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে থাকে। এই ভয়ে গ্রামের সভ্য মানুষ এই বিষয়ে চুপ থাকাই সঙ্গত মনে করেন। যে কারণে ভারতের গ্রামেগঞ্জেও এই অশ্লীলতার আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। যুবকেরা ছোট্ট বাচ্চার মতো নিজের মর্জি মতো কাজ করে। অভিভাবকেরা শাসন করতে পারেন না, যদি রাগের বশে ছেলেমেয়ে কোনো অঘটন ঘটায় এই ভয়ে।

সমাধান:- সন্ত মহারাজ রামপাল জীর 'সৎসঙ্গ'তে এইসব সামাজিক কুসংস্কার, অশোভনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, নেশাজাতদ্রব্য সেবন, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ফলে সমগ্র বিশ্বজুড়ে মানবতার ক্ষতি এবং সভ্যতার অবক্ষয়কে সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা, বিশেষ কার্যকারী উপায়ে করা হয়। 'সৎসঙ্গে' নতুন নতুন পরিবারও আসে। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরাও সেই সব পরিবারের সঙ্গে আসেন। ইতিমধ্যে 'সৎসঙ্গ'তে সংযুক্ত পরিবা-রের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাও 'সৎসঙ্গে' উপস্থিত থাকেন, যারা উচ্চ শিক্ষিত এবং আমাদের দেশীয় পোশাক পরিধান করেন। নতুন পরিবারের ছেলেমেয়েরা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে নিজেদের পোশাককে আর ভালো মনে করেন না। তারাও একটি বা দুটি 'সৎসঙ্গে' সম্মিলিত হওয়ার পর তাদের ভুল পোশাক পরিধান পরিত্যাগ করেন। ছোট ছোট বাচ্চারা যেমনভাবে অশ্লীল পোষাক দেখতে দেখতে সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন তেমনি 'সৎসঙ্গের' জ্ঞান বিচার শুনে এবং সৎসঙ্গে আগত পুরানো ভক্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পেয়ে তাদের দেখে ধীরে ধীরে তারা সেইসব পরিত্যাগ করেন। বর্তমানে মানব সমাজে নিরন্তর ঘটে চলা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, চুরি-ডাকাতি, দুর্নীতির অপরাধ কে সমূলে সমাপ্ত করার একমাত্র বিকল্প (সমাধান) হল সন্ত রামপাল দাসজীর সৎসঙ্গের জ্ঞান বিচার এবং তাঁর অনুসারীদের ভদ্র আচরণ ও শালীনতাকে মানব সমাজের সামনে পরিবেশন করা। এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য, আপনি সন্ত রামপাল দাসজীর অনুসারী ভক্তমন্ডলীকে-(ভক্ত ও ভক্তিমতী) দেখতে পারেন। তারা সবাই সাধারণ পোশাক পরিধান করেন, ভক্তিমতীরা বাহ্যিক চেহারার জন্য বিশেষ কোনো মেকআপ করেন না। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টি করেছেন, সেটাই তাদের জন্য সর্বোত্তম।

বিশেষ: এই সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী যে, অন্যান্য সাধু-সন্ত ও প্রচারকরাও যখন সৎসঙ্গ করেন তাহলে কেন শুধু সন্ত রামপাল জীর করা 'সৎসঙ্গ'কে মহিমান্বিত করা হচ্ছে? এর উত্তর হল, আমরা(অন্যান্য সন্তদের ছেড়ে সন্ত মহারাজ রামপাল জীর অনুসারী হওয়া) অন্যান্য 'সৎসঙ্গে' গিয়েও দেখেছি, কারণ বেশিরভাগ ভক্ত অন্যান্য গুরু ছেড়ে সন্ত রামপাল জীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সেসব 'সৎসঙ্গে' শ্রোতারা যে কোনো পোশাক পরিধান করেই আসুন না কেন কোনো নিষেধ নেই। তাদের অনুসারীরা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন। অন্যান্য গুরুজীরাও 'সৎসঙ্গে' নেশাজাত দ্রব্য সেবন করতে নিষেধ করেন কিন্তু বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, যেখানে সন্ত রামপাল জী মহারাজ কঠোরভাবে তা পালন করান। অন্য সব সন্তদের সাধনা শাস্ত্রের বিপরীত, যা কেবল সাধকের মনুষ্য জন্মই নষ্ট করে না, সেই সঙ্গে মানবতারও অধঃপতন হয় কারণ পরমাত্মার সাধনা শাস্ত্র প্রমাণানুসারে করলে সাধকের সর্ব সুখ-শান্তি লাভ হয় (যেমন-গৃহ শান্তি, ব্যবসায় লাভ, দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ, রোগ থেকে আরোগ্য) যা পরমাত্মার কাছ থেকে প্রত্যাশিত, যেজন্য সাধক ভক্তি করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায় ২৩-২৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, যে সাধক শাস্ত্র নির্ধারিত বিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করেন, তার সুখ হয় না, আধ্যাত্মিক ভক্তির শক্তি অর্থাৎ সিদ্ধি যার দ্বারা সমস্ত কার্য সিদ্ধ হয় তা উপলব্ধ হয় না, তাদের জীবনের গতি অর্থাৎ মুক্তি হয় না। এই লাভ গুলি পরমাত্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত করার জন্যই সাধক সাধনা করেন। ওই ভুল সাধনা প্রদানকারী সন্ত বা গুরুদের অনুসরণকারীরা পরমাত্মার প্রতি তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তারপর কোনো খারাপ কাজ করতেও আর তাদের দ্বিধা হয় না। বিশ্বে অশান্তি এবং উপরোক্ত অপরাধের কারণে মানবতার অবক্ষয়ের এটি একটি কারণ। কেন না যারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ (নারী-পুরুষ) তারা নম্র ও সৎ এবং পরমাত্মা রূপী ভগবানকে ভয় করেন। তারা সাধু-সন্তদের আশ্রয়ে যান। পরমাত্মার কাছ থেকে নিজের পরিবারের সুখ-শান্তি ও মোক্ষ কামনা করেন। শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তিতে কখনও কোনো মনোকামনা পূর্ণ হয় না, কেননা এটা পরমাত্মার বিধান, ধর্মশাস্ত্রে (শ্রীমদভগবত গীতা) যা লেখা আছে তা অটল অবিচল। এই সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভুল সাধনামার্গ বলা গুরুর শিষ্যরা হতাশ হয়ে প্রয়োজন মেটানোর (আকাঙ্ক্ষা পূরণের) জন্য ঘুষ নেন, ভেজাল করেন, প্রতারণা করেন, প্রয়োজনে অশ্লীল ছবির ব্যবসা ও মাদকের চোরাচালানের কাজও করেন। আর সেই সমস্ত কাজে লাভ-লোকসানের কারণে হওয়া সুখ-দুঃখের অজুহাতে মদ্যপান ইত্যাদিতে আসক্ত হন। তারপরে নেশার প্রভাবে অনৈতিক কাজ যেমন ধর্ষণ(রেপ), শ্লীলতাহানি

করাটাই স্বাভাবিক, তাই করতে থাকেন। বর্তমান বিশ্বে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে সাধনা একমাত্র সন্ত রামপাল জী মহারাজ ব্যতীত, অন্য কোন আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে উপলব্ধ নয়। এটি অবশ্যই বিচার্য বিষয়। মাননীয় আদালত যদি এই মামলায় সকল ধর্মগুরুদের সমাবেশ করে নিজে বিচার করেন। সকল ধর্মীয় গুরুরা নিজেদের পক্ষ নিয়ে আদালতে বলবেন । আর যদি সেই শুনানি ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কাছে সরাসরি সম্প্রচারিত (live telecast) হয় তাহলে ভারতীয় জনতা সত্য হাতে-নাতে পেয়ে যাবেন। দেশের মানুষ নিজেদের চোখে সত্যকে দেখে ধন্য হবেন। ভারতবর্ষ দেশ স্বর্গে পরিণত তো হবেই, আগের মতো সোনার পাখিও হয়ে যাবে। ত্রাহি-ত্রাহি রব সমাপ্ত হবে।

সন্ত রামপাল দাসজীর কাছে যারা দীক্ষা নিতে আসেন তাদের প্রথমে 'সৎসঙ্গ'-এর D.V.D. বা চিপ নিয়ে বাড়িতে বসে ভালো করে জ্ঞান বুঝতে বলেন। দীক্ষা নিতে হলে আমাদের সব নিয়ম মেনে চলতে হবে। যদি সব নিয়ম মানতে পারেন তবেই দীক্ষা নিতে পারেন। দীক্ষা নিয়ে যদি কেউ কোনো নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে পরমাত্মার ভক্তির সুফল পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন বিদ্যুতের সংযোগ নিলে বিদ্যুত পূর্ণ সুবিধা দেয়, যা বিদ্যুৎ থেকে আকাঙ্ক্ষিত। যদি কোনো ভুলের কারণে সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সমস্ত সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই ভুল সংশোধন করে সংযোগ নিলে পুনরায় সুবিধা পাওয়া যায়। একইভাবে ভক্ত যদি ভুল করে নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে তাকেও ভুল স্বীকার করতে হয়। এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, ভবিষ্যতে আর তিনি ভুল করবেন না, তবেই তাকে আবার দীক্ষা দেওয়া হয়। যার কারণে আমরা, সন্ত রামপাল দাসজীর অনুসারীরা সর্বদা পরমাত্মার কৃপা প্রাপ্ত হই। আমাদের ছোট-বড় শিশুরাও নিয়ম ভঙ্গের ভয়ে কোনো ভুল করে না। আমরা সকলেই একটি সৎ ও সুখী জীবন যাপন করছি। সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজ সৎসঙ্গে শ্রোতাদের কাছে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রমাণ হিসাবে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ গুলি উপস্থাপন করেন। অন্যান্য গুরুর অনুসারীরা শাস্ত্রে লেখা ভক্তি বিধিগুলি দেখে বুঝে যান যে, তাদের গুরুজীর দেওয়া ভক্তি বিধি শাস্ত্র অনুসারে নয়। তখন সেই গুরুদের ত্যাগ করে সন্ত রামপাল দাসজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে জীবনকে ধন্য করেন। এই কারণে অন্যান্য গুরুরা সন্ত রামপাল দাসজীর প্রতি ঈর্ষান্বিত। ঐসমস্ত গুরুদের সঙ্গে উচ্চ রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে। যার কারণে সন্ত রামপাল দাসজীকে অপমানিত করা হচ্ছে এবং মিথ্যা মামলা বানিয়ে বার বার জেলে পাঠানো হচ্ছে। চারটি মামলায় তিনি খালাস পেয়েছেন।

মানবতার অবক্ষয়ই মানব সমাজের অশান্তির কারণ। এই কারণে দিন দিন যৌন অপরাধ বাড়ছে।

★ একজন মা(বৃদ্ধ মহিলা অনুগামী) জানান যে, ২০০৫ সালের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মেয়েরা নির্ভয়ে মাঠে চাষের কাজ করতে বা কোথাও শ্রমিকের কাজ করতে যেতে পারতেন। কোনো পুরুষ পরস্ত্রী বা মেয়ের দিকে কুদৃষ্টি দিয়ে দেখতেন না। মেয়ে-বোন কাকী বা মাসি নানান সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করতেন। ১৯৭০ সালের পরে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের মধ্যে যারা বর্তমানে পনেরো বছরের বেশি বয়সী, তাদের প্রায় ষাট শতাংশ তাদের সভ্যতা এবং মনুষ্যত্ব হারিয়েছে।

সিনেমা এই সব পরিবেশ নষ্ট করেছে। সেই মা বলেছেন, দশদিন আগে আমার মেজো ছেলের মেয়ের সঙ্গে একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে। আমার তিন ছেলে আছে। তিনজনেই পরিবার নিয়ে আলাদাভাবে থাকে । তাদের সবার ছেলে-মেয়ে আছে। মেজো ছেলের স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজন সন্ত রামপাল দাসজীর অনুগামী। মেজো ছেলের বউ কৌশল্যা ( নাম কাল্পনিক, কিন্তু ঘটনা সত্য ) সন্ত রামপালজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে। সে তার তিন কন্যা এবং একমাত্র পুত্রকেও সন্ত রামপালজীর কাছ থেকে দীক্ষা দিয়েছে। কৌশল্যা আমাকেও একটা সৎসঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আমারও এই জ্ঞান খুব ভালো লাগে। আমিও দীক্ষা নিয়েছি।

দিন দশেক আগে মাঠে গম কাটা হচ্ছিল। কৌশল্যা তার স্বামীর সকালের খাবার নিয়ে মাঠে গেছিল। কৌশল্যার

সারাদিন মাঠে ফসল কাটার কাজ করার কথা। বাকি দুই ছেলের পরিবারও ক্ষেতে ফসল কাটতে গেছিল। সন্ধ্যায় সবাই ফিরে আসে। বাড়িতে, কৌশল্যার মেজো মেয়ে (বয়স-১৭) বাড়ির কাজের জন্য ছিল। আমার বড় ছেলের ছোট ছেলেও (বয়স-২০) অসুস্থতার অজুহাতে বাড়িতে থাকে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কৌশল্যার মেয়েটি তার বাড়ির ওপরের তলার ঘর পরিষ্কার করছিল। বড় ছেলের ছেলে ওই ঘরে গিয়ে, আপন কাকাতো বোনের প্রতি দুষ্কর্ম করার উদ্দেশ্যে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় আর মেয়েটিকে জোর জবরদস্তি জাপ্টে ধরে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে হাত ধরে মেঝেতে ফেলে দেয়।

মাঠে কাজ করতে করতে কৌশল্যা তার স্বামীকে বলেছিল যে তার আত্মায় এক বিশেষ ধরনের কাঁপুনি বা ভয় উঠছে যেন বাড়িতে কিছু ঘটছে। ফসল কাটতে তার ভালো লাগছে না। সে ঘরে যেতে চায়। স্বামী বলে- আশ্চর্য! ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত। একদিন দেরি হলে ফসল মাটিতে পড়ে যাবে। কৌশল্যা বলে, ফসল সে তুলে নেবে, তবে আজ অবশ্যই বাড়ি যাবে। এ কথা বলে স্বামীর প্রচণ্ড প্রতিবাদের পরও সে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এটা পরমাত্মা কবীর জীর অনুপ্রেরণা ছিল। সে সোজা ঘরে ফিরে আসে। নিচের ঘরে মেয়েটিকে না পেয়ে উপরের ঘরে উঠে দেখে দরজা বন্ধ। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দরজা খুলে যায়, আর মেয়ের সম্মান রক্ষা করে। এই সবই পরমাত্মা কবীর জীর ভক্তির অলৌকিক শক্তি। ছেলের পরিবারকে জানালে তারা কৌশ-ল্যাকে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করে যে, তার মেয়েই খারাপ। বর্তমানে মেয়ে-বউরা নিজের পরিবারের লোকজনদের কাছেও নিরাপদ নয়। মানুষের চরিত্রের এমন অবনতি ঘটেছে। কন্যা সন্তানের বাবা মায়েদের এই দুশ্চিন্তা কুঁরে কুঁরে খায়।

সন্ত রামপাল দাস মহারাজ জীর 'সৎসঙ্গ'-এর জ্ঞান-বিচার শুনলে প্রতিটি মানুষের(নারী/পুরুষ) বিচারধারা নির্মল ও সামাজিক হয়ে ওঠে।

মানবতার উত্থানের জন্য বার বার সন্ত রামপাল জী মহারাজের 'সৎসঙ্গে' যাওয়া দরকার। ঠিক যেমন শিশুরা খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপকে গ্রহণ করে। একইভাবে ভাল বিচার ধারার সৎসঙ্গী সন্তানদের সংসর্গে থেকে মন্দকে ত্যাগ করে ভালোকে গ্রহণ করে। সৎসঙ্গ তো টিভি চ্যানেলে বা মোবাইলে চিপ থেকে বা ইউটি-উব থেকেও শুনতে পারেন, কিন্তু সৎসঙ্গে গিয়ে সভ্যতা, শিষ্টাচার অর্জিত হয়। সৎসঙ্গে যুক্ত পুরানো শিশুদের দেখে সৎসঙ্গে আসা নতুন শিশুরাও তাদের ভুল আচরণ পরিবর্তন করে নেয়।

সন্ত রামপাল দাস জী বলেন যে, যদি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 'সৎসঙ্গ' শোনার জন্য, প্রতি মাসের একটি রবিবার আমার আশ্রমে আসা বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে তারা এক বছরে পশ্চিমী সভ্যতার পোশাক ও ধারণা ত্যাগ করে দেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতি অনুসরণ করবে। সব মন্দকে বিসর্জন দেবে।

গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড রূপী রোগ ভারতের সভ্যতায় ছড়িয়ে পড়েছে। সময় থাকতে এই সমস্যার চিকিৎসা সমাধান অপরিহার্য। সন্ত রামপাল দাসজীর জ্ঞান বিচার পুস্তকে পড়ে ও 'সৎসঙ্গ' এর সিডি শুনে এবং 'সৎসঙ্গে'র দিন আশ্রমে এসে সৎসঙ্গ শোনার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে এর সমাধান হবে।

সন্ত রামপাল দাসজীকে একজন সাধারণ ব্যক্তি এবং ঠগ সাধুদের মতো বিচার করে হরিয়াণা সরকার তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পুরে দেয় এবং আশ্রমটি সিল করে দেয়।

২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনজন সন্তকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল, তারা হলেন সন্ত রামপাল দাসজী, সন্ত আসারামজী এবং সন্ত গুরমিত সিংজী। বাকি দুই সন্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের বিচার চলছে। তবে তাদের আশ্রমগুলিকে বন্ধ করা হয়নি। সন্ত রামপালজীর বিরুদ্ধে তেমন জঘন্য কোনো অভিযোগ ছিল না কিন্তু তার সমস্ত আশ্রম সিল করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাও করা হয়েছে।

সন্ত রামপালজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার আগে আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা অন্য গুরুদের শিষ্য হয়েও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ জালে আটকা পড়েছিলাম। আমাদের ছেলেমেয়েরাও অন্য ছেলেমেয়েদের দেখে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। আমরা পরমাত্মাকে ধন্যবাদ জানাই. আমরা সন্ত রামপাল দাসজীর 'সৎসঙ্গে' জ্ঞান বিচার শুনতে পেয়েছি। আমরা স্বদেশী সভ্যতায় ফিরে এসেছি এবং সুখী জীবনযাপন করছি।

সন্ত রামপাল দাসজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর, গুরুজীর আদেশ মেনে আমরা যৌতুক দেওয়া-নেওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে দিয়েছি, যে কুরীতির কারণে তিনটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে:- ১.সেই মেয়েটির পরিবার যে যৌতুকের বলি, তাদের কাছে আর কি বেঁচে থাকে, কেবল কান্না আর মামলা-মোকদ্দমায় টাকাপ-য়সা, সময় এবং শান্তি হারানো। ২. মেয়েটির শ্বশুর বাড়ির পরিবার। ৩. ননদের পরিবার জেলে গিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সন্ত রামপাল দাসজীর জ্ঞান বিচার শুনে কোনো ব্যক্তি যৌতুক দেওয়া নেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারবে না। এমনই সঠিক পদ্ধতিতে সৎসঙ্গে বোঝানো হয়। বিবাহের যে নিয়মগুলি অনুসারীদের পালন করতে হয়: যৌতুক নেওয়া বা দেওয়া চলবে না। গুরুজীর আদেশ আছে সূক্ষ্ম বেদের বাণী 'অসুর নিকান্দন রমৈণী' উচ্চারণ করে 17 মিনিটে বিবাহ সম্পন্ন হবে বিনা কোনো ব্যান্ড, ডিজে বাজিয়ে।

বিয়েতে কোন বরযাত্রী আসবে না । বরের পক্ষের কেবল ৫ থেকে ১৫ জন আসবেন। মেয়ের পক্ষ থেকে প্র-তিদিন যে সাধারণ খাবার তৈরি করে খাওয়া হয়, সেই খাবারই দেওয়া হবে। সন্ত রামপাল জীর করা নিয়ম মেনে এযাবৎ প্রায় কুড়ি হাজার বিয়ে হয়েছে। সব পরিবার সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। উপরোক্ত তিনটি পরিবার ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে আছে।

## "সিনেমা দেখা বারণ"

আমাদের বাচ্চাদের এবং আমাদের সকলের প্রতি গুরুজীর আদেশ, অশ্লীলতা দেখায় এমন কোন ফিল্ম বা সিরিয়াল দেখবে না। ডিসকভারি বা অন্যান্য প্রোগ্রাম যা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে সেই সব আপনি দেখতে এবং শুনতে পারেন। আমরা এবং আমাদের সন্তানরা এটি কঠোরভাবে অনুসরণ করি। আমাদের গুরুজী ভক্তদের জন্য একটি গুপ্ত পর্যবেক্ষক বিভাগ তৈরি করেছেন, যা অন্য কোন অনুগামী জানেন না। তারা প্রত্যেক অনুগামীর উপর নজর রাখে। কেউ ভুল করলে গুরুজীকে জানানো হয়। গুরুজী অন্যায়কারীকে ব্যাখ্যা করেন যে এটি করলে, ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ হাত তোমার উপর থেকে উঠে যাবে। এটাই ভক্তির নিয়ম। এরপর সে আর ভুল করে না। অন্যরাও ভয় পায় যে আমরা যেন ভুল না করি এবং পরমাত্মার কৃপা থেকে বঞ্চিত না হই। কেননা পরমাত্মার কৃপা না পাওয়ায় আত্মা কষ্ট পায়।

## "দূষণ থেকে মুক্তি"

★ সন্ত রামপালজীর একটি কঠোর নির্দেশ রয়েছে যে, কোনো উৎসবে এবং খুশির অনুষ্ঠানে বাজী-পটকা ফাটানো যাবে না। মোমবাতিও জ্বালাবেন না, দূষণ করা ছাড়া যা কোনো লাভ দেয় না ।

এই উপলক্ষ্যেও, প্রতিদিনের মত দেশীয় ঘিয়ের একটি মাত্র শিখা জ্বালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। আমরা এবং আমাদের ছোট বাচ্চারাও প্রভুর কৃপা থেকে বঞ্চিত(নাম সম্পর্ক খন্ডিত) হওয়ার ভয়ে কঠোরভাবে আদেশটি অনুসরণ করি। ওই দিনও আমরা প্রতিদিনের মতো পরমাত্মার ভক্তি করি।

★ফাগুন অর্থাৎ দোল ও হোলির উৎসবে একে অপরের গায়ে কোন প্রকার রং-মাটি-জল দিই না, চাবুকের খেলাও খেলি না কেননা বর্তমানে মানুষ, এর অজুহাতে শত্রুতা শুরু করেছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করছে। আগে মানুষ সহনশীল হতেন। তারা শক্তিশালী হতেন, যার জন্য চাবুকের আঘাতও তারা সহ্য করতে

পারতেন। বর্তমানে সামান্য ধাক্কা লেগে পড়ে যাওয়া যুবকও হাঁপিয়ে ওঠে। তাই গুরুজী এই খেলাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। ওইদিন পরমাত্মার স্তুতি করি। যেদিন ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করে পরমাত্মা ভক্তদের মনোবল বাড়িয়েছেন। পরমাত্মার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে।

★ প্রাত্যহিক কাজে সুবিধাজনক না হওয়ার কারণে সকল ভক্ত-ভক্তিমতীদের জিন্সের প্যান্ট পরা নিষেধ। যা আমাদের সংস্কৃতি বিরোধী এবং অশ্লীলতার অংশ। কলেজে সৎসঙ্গে না আসা পরিবারের বাচ্চার সংখ্যা বেশি, সেজন্য আমাদের বাচ্চাদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। তারপরও তারা এই আদেশ মানার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। যদি সব পরিবারের সন্তানদের সংস্কার এমনি হয়ে যায়, তাহলে বয়:সন্ধিজনিত অপরাধ নিজে-নিজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

কবীর জীর বিচারধারা প্রচার করে দেশীয়-প্রাচীন সভ্যতাকে জাগ্রত করা হয়।

কবীর, পরনারী কো দেখিয়ে, বহন বেটি কে ভাব। কহ কবীর দুরাচার নাশ কা, য়হি সহজ উপাব।।

অর্থ:- সন্ত রামপাল দাসজী সৎসঙ্গে পরমাত্মা কবীরজীর বিচারধারার কথা বলেন, যা মানুষের মস্তিষ্কে গভীর প্রভাব ফেলে। কবীরজী বাণীতে বলেছেন, অন্যের নারী ও মেয়েকে তার নিজের বোন ও মেয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, যাতে মনে কোনো দোষ না আসে। অসদাচরণ, ধর্ষণ, ব্যভিচারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এটি একটি সহজ উপায়।

## বই "জীবনের পথ"

এই বইটি লিখেছেন সন্ত রামপাল দাস জী। দেশের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে এই বইটিকে একটি বিষয়(subject) হিসাবে যুক্ত করা হলে, সমাজে ছড়িয়ে পড়া সব অপকর্মের অবসান ঘটবে। দেশীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে, দেশের মানুষ সুখী জীবনযাপন করবে। দেশের জনতা পরমাত্মাকে ভয় পাবে এবং শুভকর্ম করবে । যৌন অপরাধ, মাদকাসক্তি, জুয়া, ডাকাতি, চুরি, যৌতুক প্রথা, গার্হস্থ্য বিবাদ সমূলে নষ্ট হয়ে যাবে আর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, একে অপরের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নেওয়া, পরমাত্মার আলোচনা, সৌজন্যমূলক আচরণ, মানব সমাজের ঐতিহ্য হয়ে উঠবে। পিতামাতার প্রতি সন্তানদের অসদ্ আচরণ শেষ হবে এবং তারা তাদের সেবা করতে প্রস্তুত হবে। চরিত্র গঠন হবে। "জীবনের পথ" বই থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি-

“জীবনের পথ" বইটির কিছু বিবরণ:

★ প্রথমে ভূমিকা আছে। ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট , যেখানে লেখা আছে “জীবনের পথ বইটি প্রতিটি ঘরে রাখার যোগ্য। এটি পড়লে এই জীবনে ও পরজীবনে সুখী হবেন।"

★এর পর দুটি কথা এবং বই এর বিষয় শুরু হচ্ছে যেখানে লেখা আছে ,মানুষের(পুরুষ ও নারী) জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং ভক্তি না করলে কী ক্ষতি হয় ও ভক্তি করলে কী লাভ হয়– তা কার্যকরীভাবে লেখা হয়েছে, যা আত্মাকে নাড়া দেয়। মানুষ স্বয়ংক্রিয় ভাবে মন্দ কর্মগুলি ত্যাগ করে পরমাত্মার দিকে ঘুরে যায়।

উদ্ধৃতিঃ- বর্তমান জীবনে আমরা দেখি কেউ এতটাই দরিদ্র যে, সন্তান লালন-পালন করাও তারপক্ষে কঠিন। আর একজন এতই ধনী যে, তার অনেক বাড়ি-গাড়ি রয়েছে। কেউ একজন রিক্সা টানছেন আর তাতে একজন ব্যক্তি বসে আছেন। একজন কনস্টেবল হয়েছেন, তো একজন পুলিশ প্রধান D.G.P হয়েছেন। অনেকে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, বিচারক, ডিসি, কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। এর কারণ হল, যে ব্যক্তি(স্ত্রী অথবা পুরুষ) পূর্ববর্তী জন্মে যেমন ভক্তি ও তপস্যা, দান-ধর্ম, শুভ কর্ম এবং পাপ বা অশুভ কাজ করেছেন, তার পরিণতিতেই উপরোক্ত অবস্থা পেয়েছেন।

বর্তমান মানবজীবনে কেউ একজন সত্যিকারের ভক্তি ও সৎকর্ম না করলে পরের জীবনে পশু-পাখি ইত্যাদির জীবন পেয়ে মহা কষ্ট পাবে। যেভাবে ইনভার্টারের ব্যাটারি চার্জ করা হয়, মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। ধরুন সেই চার্জারটি সরিয়ে রাখা আছে। ব্যাটারি কাজ করছে। সমস্ত সুবিধা এখন (ফ্যান চালু আছে, বাল্ব, টিউব জ্বলছে) পাচ্ছে। কিন্তু চার্জার ব্যবহার না করলে ব্যাটারি একসময় ডিসচার্জ হয়ে যাবে। সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। ফ্যান চলা, বাল্ব চালু হওয়া, কম্পিউটার কাজ করা বন্ধ করে দেবে। চার্জার লাগিয়ে আবার ব্যাটারি চার্জ করলে তবে আবার কাজ করবে। এই ভাবে পূর্বজন্মের ভক্তি দ্বারা আত্মাকে যতখানি চার্জ করা আছে সেই অনুসারে সে ইহজন্মে ততখানি সুবিধা পাচ্ছে।

★ রাজারাও দুঃসময়ে পরমাত্মার দ্বারা কষ্ট নিবারনের আশায়, সাধু-সন্তদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সুখী হতেন। সাধারণ মানুষেরও পরমাত্মার ভক্তি করে সুখী হওয়া উচিত।

★ দুই বন্ধু ছিল। একজনের নাম ছিল 'ক', অন্যজনের 'খ' (কাল্পনিক নাম)। 'ক' সৎসঙ্গ শোনে আর পরমাত্মার প্রতি মনোযোগী হন। সকল মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করেন। তার মধ্যে পরিবর্তন দেখে পরিবারের অন্য সদস্যরাও ভক্তি শুরু করেন। বাড়ি স্বর্গ হয়ে যায়। 'খ' কে 'ক' অনেক বুঝিয়ে বললেন সৎসঙ্গ শুনতে চলো, কল্যাণ হবে। তিনি বারবার বাহানা করতেন যে বাচ্চারা ছোট। তাদের দেখভাল করতে হবে। এত কাজের মধ্যে আমার হাতে সময় নেই। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যখন দেখো কেবল গুরুজী আর সৎসঙ্গের কথা। কিছু কাজের কাজও করো। কিছু দিন পর 'খ' অল্প বয়সে (৩৫ বছর বয়সে) হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। সব ছেড়ে চলে গেলেন। বরাবরের জন্য অবসর পেয়ে গেলেন। তিনি যদি পরমাত্মার ভক্তিও করতেন এবং নিজের কাজও করতেন, তবে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতেন।

বেদেও প্রমাণ আছে যে পরমাত্মা তাঁর ভক্তের বিপদ দূর করেন। মৃত্যু এলেও তা পরিহার করে, জীবন দান করে একশ বছর আয়ু প্রদান করেন। (ঋগ্বেদ দশম মন্ডলের ১৬১ নং সূক্তের ২ নং মন্ত্র)

বিবেচনা করার বিষয় যে আমরা পরমাত্মার ভক্তি এই কারণে করি যে, সাধকের জীবনে পাপের কারণে যে কাঁটা বা খাদ থাকে, পরমাত্মা সেই পাপ ধ্বংস করে পাপের কাঁটা দূর করেন এবং পথের গর্তটি পূর্ণ করে চলার পথ সুগম করেন। যজুর্বেদ ৮ম অধ্যায়ের ১৩ নং মন্ত্রে লেখা আছে যে, পরমাত্মা সাধকের পূর্বজন্মে কৃত পাপ এবং এই জন্মে করা সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে তাকে সুখী করেন। সুক্ষবেদে লেখা আছে:

কবীর, জব হী সতনাম হৃদয় ধরো, ভয়ো পাপ কো নাশ। জৈসে চিঙ্গারি অগ্নি কি, পড়ৈ পুরানে ঘাস।

ভাবার্থ:- কবিরজী পঞ্চম বেদে বলেছেন যে, শাস্ত্র অনুসারে, আন্তরিক চিত্তে সত্য নাম স্মরণ করলে, সাধকের সমস্ত পাপ এমনভাবে বিনষ্ট হয় যেমন পুরাতন ঘাসের স্তূপে আগুনের স্ফুলিঙ্গ পড়লে সমস্ত ভস্ম হয়ে যায়।

পাপের কারণে দুঃখ হয়। পাপ বিনষ্ট হলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সুখী হয়ে যায়।

"জীবনের পথ" বইটি পড়লে আত্মার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। স্বভাব বদলে যাবে। মানুষের মানবতা আবার বিকশিত হবে। পাপকর্মকে ভয় করবে, শুভ কাজ করবে। এরকম অনেক হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে পূর্ণ এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি।

## 'কিভাবে বিয়ে করতে হবে' এবং বিয়ের পর জীবনের যাত্রা'

'জীবনের পথ' বইটিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে ছেলেমেয়েরা ভালো ধ্যান-ধারণা পাচ্ছে না। আগে যে কোনো বাহানায় বয়স্ক ব্যাক্তিরা যুবসম্প্রদায় এবং ছোট বাচ্চাদেরকে নিজেদের পাশে বসাতেন। দু-তিনজন বড়রা

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন যে, ভাই! ওই গ্রামে একটা মন্দ ঘটনা ঘটেছে। অন্যজন জিজ্ঞেস করতেন কি হয়েছে? শুনেছি, গ্রামের এক যুবক একটি মেয়েকে শ্লীলতাহানি করেছে। মেয়েটির আত্মীয় স্বজন ছেলেটিকে মারধর করেছে। কারণ না জেনেই ছেলেটির বাড়ির লোক মেয়েটির পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ছেলেটার পরিবারের দুইজন মারা গেছে, মেয়েটার পরিবারের একজন মারা গেছে। দুই পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। তৃতীয় বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, ভাই! কি ধরনের কুপুত্র জন্ম হয়েছিল! তিনটি মানুষের জীবন কেড়ে নিল। এমন ছেলে পাওয়ার থেকে নিঃসন্তান হওয়াও ভালো। কি খারাপ সময় এসেছে। ছেলেটি এমন নির্যাতন করল । নিজেদের গ্রামের ইজ্জত নিয়ে খেলছে। কোনো বাচ্চা যেন এমন কাজ না করে।

তাদের পাশে বসা ছেলে মেয়েদের মনে সেই কথার ছাপ এমন পড়ত যে, ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ একই ঘটনা বলে অন্যদের অনুপ্রাণিত করত, যাতে তারা এ ধরনের ভুল না করে এবং তারা নিজেরাও কোনো বোন বা মেয়ের দিকে চোখ তুলে দেখত না।

“জীবনের পথ" বইটি আমাদের বয়স্কদের দেওয়া সেই শিক্ষা দেয়। এই বইটি পড়ার পরে, একজন ব্যক্তি দুরাচার(ধর্ষণ) এবং শ্লীলতাহানি করা তো দূর, এ কথা চিন্তাও করবে না। এই বইটি বিনামূল্যে পেতে, নীচের যোগাযোগের সূত্রে সম্পূর্ণ ঠিকানা SMS করুন, বইটি আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। কোন ডাক খরচও দিতে হবে না।

★কিভাবে বিয়ে করতে হবে:- বইয়ের এই টপিকটি পড়লে আত্মায় এমন ধাক্কা লাগবে, যার ফলে "অনারকি-লিং" এর পরিস্থিতি চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

প্রেম বিবাহের জন্য বলা হয়েছে যে এটি আপনার গোত্রে করবেন না। আপনার গ্রামে এটা করবেন না এবং নিষিদ্ধ গোত্র ও নিষিদ্ধ এলাকায় বিবাহ করবেন না। সবথেকে ভালো বিয়ের বিষয়টি অভিভাবকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া। প্রেমের বিয়ের কুফল এবং সামাজিক সম্মতিতে বিয়ের উপকারিতা সম্পর্কে সঠিক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা পড়লে যুবকরা কখনোই এই ভুল করবে না। সমাজে শান্তি বজায় থাকবে। অনারকিলিং শেষ হবে। মামলা-মোকদ্দমাও শেষ হবে।

★ মেয়েদের সবসময় তার পছন্দের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রেম করে বিয়ে করার রোগ ছিল না। হীরা-রাঞ্ঝার মতো কোনো যুগের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, তবে এই দম্পতিরা কখনই সুখী হয়নি। বিবাহ তো সুখী জীবনযাপন এবং বংশ বৃদ্ধির জন্যই করা হয়।

★ নিজের পছন্দের পাত্র বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা বর্তমানেও রয়েছে। মেয়েকে ছেলে দেখানোও হচ্ছে। দেখানো দরকারও।

হ্যাঁ, উভয়েই তাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী রায় দিতে পারেন। ছেলে-মেয়েদের উচিত তাদের বাবা-মাকে বিশ্বাস করা। বাবা-মা কখনোই তাদের সন্তানদের দুঃখী দেখতে চান না। এজন্য তারা তাদের মেয়েকে সঠিক জায়গায় এবং সঠিক ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন। আন্তঃবর্ণ বিবাহ করতে পারেন। আমাদের স্লোগান হল:

জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের । হিন্দু মুসলিম শিখ ঈশাই, কোন ধর্ম আলাদা নয়।

ভাবার্থ:- আমাদের জাতি হল জীব , কারণ মানুষ, দেবতা এবং অন্যান্য পশু-পাখি সবাই জীব। এটা আমাদের জাতি। মানব শ্রেণীর জীব হওয়ায়, মানবতাই আমাদের ধর্ম, অর্থাৎ পরমাত্মা মানুষকে বোধবুদ্ধি দিয়েছেন। তার উচিত ভালো কাজ করা। পশু-পাখির মতো একে অপরের কাছ থেকে ছিনিয়ে, দুর্বলকে মেরে নিজের স্বার্থ

সিদ্ধি করা উচিত নয়। আমাদের একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। এটাই আমাদের ধর্ম। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব ধর্মই মানুষদের। কোনো ধর্মের মধ্যেই অন্য কোন জীব নেই। তাই আমাদের সকলেরই মান-বধর্ম পালন করা উচিত। এক পরম পিতার সন্তান আমরা সবাই।

★ অন্য ধর্মেও বিয়ে করা যাবে। এরকম অনেক বিষয় ও নির্দেশ "জীবনের পথ" বইয়ে লেখা আছে, যা পড়লে আরো আনন্দ ও অনেক উপলব্ধি হবে।

## "চরিত্র গঠন"

"জীবনের পথ" বইয়ে অনেক গল্প ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যা পড়ে নারী, পুরুষ, যুবক ছেলে-মেয়েরা কখনোই চরিত্র নষ্ট করতে পারবে না। তারা জানবে চরিত্রের মূল্য কী। চরিত্রহীন নারী-পুরুষ কোনো সমাজেই সম্মান পায় না।

"জীবনের পথ" বইতে লেখা আছে যে:

একজন চরিত্রবান পুরুষকে পরীক্ষা করার জন্য এক রাজা রাত্রে এক সুন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। মহিলাটি সেই মহাপুরুষের বিছানায় বসলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বোন! হে কন্যা! আপনি বাইরে যান , আপনার বংশের সম্মানের কথা ভাবুন। আপনার বাবা মায়ের সম্মানের কথা ভাবুন। আপনার চরিত্রহীনতার খবর শুনে তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না।

দেশের রাজারও দুঃখ হবে যে, আমার প্রজারূপী কন্যা চরিত্রহীন হল কী করে? (রাজা প্রজাদের পিতা। তিনি চান প্রজারা যেন এমন কোন ভুল না করেন, যা রাজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে) তখনও সেই মহিলা সেই ঘর থেকে বের হননি, তখন সেই মহাপুরুষ নিজেই বেরিয়ে গেলেন। তারপর মহিলাটিও চলে গেলেন। সকালে মহিলা রাজাকে বললেন যে, রাজন! উনি পরম যতি পুরুষ।

★একটি চরিত্রবান কন্যার গল্প:- সংক্ষেপে লিখছি, বইতে বিস্তারিত পড়লে রোম খাঁড়া হয়ে যাবে।

প্রাচীনকালে একজন সৈনিক বারবার তার সঙ্গীদের মধ্যে, তার চরিত্রবান স্ত্রীর কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। একজন মন্ত্রীর কানে কথাটা যায়। তিনি ঈর্ষান্বিত হন। পরীক্ষার জন্য রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি সৈনিকের স্ত্রীর ধর্ম বিনষ্ট করতে গিয়েছিলেন। শর্ত ছিল স্ত্রী চরিত্রবান না হলে, সৈনিককে ফাঁসি দেওয়া হবে। চরিত্রবান প্রমাণিত হলে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য মন্ত্রীর ফাঁসি হবে। শর্ত ছিল যে নারীর শরীরের এমন একটি চিহ্ন বলতে হবে, যাতে বিশ্বাস হয় এবং বিয়ের পটকা (ওড়না) ও তলোয়ার (দুটি জিনিসই প্রথা অনুযায়ী বিয়েতে পাওয়া যেত, যা স্ত্রী কখনোই কোন পরপুরুষকে দেয় না) আনতে হবে।

সেখানে গিয়ে ওই মন্ত্রী জানতে পারেন, ওই নারী আসলে চরিত্রবান। তিনি এক দূতী অর্থাৎ গুপ্তচর মহিলাকে অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলেন। সে স্বামীর পিসি সেজে সৈনিকের বাড়িতে গিয়েছিল। নতুন বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী শুনেছে স্বামীর একটা পিসি আছে , কিন্তু নামও জানত না, গ্রামও জানত না। স্নানের সময় সেই দূতী সৈনিকের স্ত্রীর উরুতে গোপনাঙ্গের বাম পাশে একটি কালো তিল দেখতে পায়। পটকা(ওড়না) আর তলোয়ার চুরি করে মন্ত্রীকে দেয় আর চিহ্ন বলে দেয়। মন্ত্রী সভায় রাজাকে ঐ চিহ্নের কথা বললেন এবং তিনি যখন উভয় জিনিস দেখালেন, তখন সৈনিক বিশ্বাস করলেন যে সবকিছু ঠিক বলছে। মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনানো হয় সৈনিককে। সৈনিক শেষ ইচ্ছায় বললো আমি আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাই। রাজার আদেশ পেয়ে তিনি বাড়ি যান। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, তোমার কারণে আমার পনেরো দিন পর ফাঁসি হবে। তুমি মন্ত্রীর সঙ্গে ভুল কাজ করেছো

এবং পটকা তলোয়ার দিয়ে দিয়েছো। তুমি আমার কুলে কলঙ্ক লাগিয়েছো। সৈনিকের সতী স্ত্রী তাকে সব জানালেন। সৈনিক ফিরে গেলেন। পিছনে পিছনে ওই মেয়েটিও একটি নর্তকীর ছদ্মবেশে গিয়ে, রাজাকে নাচ দেখানোর অনুমতি নিলেন। সভা ডাকা হল। সেখানে ওই মন্ত্রীও ছিলেন। তার নাম ছিল শের খান। মেয়েটির নাচ দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। মেয়েটিকে বললেন, বলো তুমি কি চাও? মেয়েটি বলেন, চাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, তিনি যা চাইবেন তাই দিতে হবে। রাজা বললেন, রাজ্য ছাড়া যা চাইবে তাই দেব।

মেয়েটি চাইলেন, আপনার সভায় শের খান নামে এক ব্যক্তি আমার বাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি করে এনেছে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। রাজা শের খানকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন যে, শের খান বলো! এই মেয়ের কাছ থেকে তুমি কি জিনিস চুরি করে এনেছো? শের খান বললেন, হে মহারাজ! এই মহিলা মিথ্যা কথা বলছেন। আমি জীবনে কখনো এর মুখও দেখিনি।

মেয়েটি বললো, তুমি যদি আমার মুখও না দেখে থাকো, তাহলে পটকা আর তলোয়ার কোথা থেকে পেলে? আমি সেই সৈনিকের পতিব্রতা স্ত্রী, যাকে তোমার মিথ্যাচারের কারণে তিনদিন পর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। তখন সেই ন্যায়পরায়ণ রাজা সব বুঝতে পারলেন। মেয়েটি বললেন, ঐ শের খান একটি দুষ্টু বৃদ্ধা মহিলাকে পাঠিয়েছিল, যে আমার স্বামীর পিসী সেজে দুদিন বাড়িতে ছিল। সে আমার কোমর ঘষার অজুহাতে মাথা নিচু করে আমার উরুতে তিল দেখেছিল আর ওড়না ও তলোয়ার চুরি করে নিয়ে গেছিল।

রাজা সৈনিককে ডেকে শাস্তি প্রত্যাহার করলেন। তাদের অর্ধেক রাজত্বও দিলেন। আর শের খানের ফাঁসি হল। (ধন্য সেই কন্যারা যাদের জন্য ভারত গর্বিত।)

## "মা বাবার প্রতি কর্তব্য"

'জীবনের পথ' বইটিতে একটি ঘটনার কথা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে:

মা বাবার প্রতি সন্তানদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত ?

সৎসঙ্গ শোনার আগে পুত্রবধূ শ্বশুরের সেবা করতো না। শুকনো রুটিগুলো খেতে দিতো। সৎসঙ্গের জ্ঞান বিচার শুনে পুত্রবধূও শ্বশুরের সেবা করতে শুরু করে। (শাশুড়ি মারা গিয়েছিলেন।) ছেলেটাও অকেজো ছিল, সে ভালো হয়ে গেল। বাড়ি স্বর্গ হয়ে গেল।

এই ঘটনাটি পড়ার পর পুত্রবধূরা নিজের বাবা-মা ভেবে শশুর-শাশুড়ির সেবা করবে। পুত্ররাও বাধ্য হয়ে যাবে। বাড়ি স্বর্গ হয়ে যাবে।

## "ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিভেদ মানবেন না"

'জীবনের পথ' বইটিতে এই পর্বটি পড়ার পর, ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিভেদকারী দুর্বুদ্ধি চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। যার ফলে গর্ভেই কন্যা হত্যা করা সম্পূর্ণ বন্ধ হবে।

## 'সন্তানহীন দুঃখী দম্পতিদের বিশেষ সাহস জোগাবে'

'জীবনের পথ' বইয়ে এই প্রসঙ্গটি এমন যৌক্তিকতার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, যেসব স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হয় নি, প্রচলিত বিশ্বাসের কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন, এই বিষয়ে এমন উদাহরণ দিয়েছেন যা পড়ে সেই নিঃসন্তান দম্পতিরাও সন্তানধারীদের থেকে উচ্চতর বোধ করবেন।

## “মানুষ নেশাজাত দ্রব্য ত্যাগ করে দেবে”

“জীবনের পথ" বইটিতে ধর্মগ্রন্থ থেকে এবং সন্তদের বাণী থেকে যুক্তি ও প্রমাণ সহ নেশাজাত দ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা লেখা আছে, যা পড়ার পর কেবলমাত্র একজন মহামূর্খই ভবিষ্যতে তামাক, সুলফা, মদের নেশা করবে! ৯৯ শতাংশ পাঠক নেশা থেকে বিরত থাকবেন।

## “ঘরের বিরোধ শেষ হবে”

“জীবনের পথ" গ্রন্থে এরকম অনেক উল্লেখ রয়েছে, যার পাঠ এবং শোনার মাধ্যমে পরিবারের পারস্পরিক বিরোধ শেষ হবে এবং ভালবাসার সঙ্গে জীবনযাপন করবে।

সংক্ষেপে: শাশুড়ি ছোটখাটো বিষয়ে ঝগড়া করতেন। যদি পুত্রবধূর দ্বারা কোনো কিছু ক্ষতি হত, তাহলে দিনভর এই বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতেন। অতিরঞ্জিত কথা বলে ছেলেকে দিয়ে মারধরও খাওয়াতেন। একদিন বোনের অনুরোধে শাশুড়ি সৎসঙ্গ শুনতে গেলেন। সৎসঙ্গে বলা হয়েছিল, বাড়ির কোনও সদস্যই ক্ষতি করতে চান না , কিন্তু পরমেশ্বরের বিধান অনুযায়ী যে কাজে ক্ষতি হওয়ার আছে তা হবেই। ঘরের কোন সদস্যের দ্বারা ক্ষতিকর কিছু হলে, তাদের সাথে ঝগড়া করা উচিত নয়। ক্ষতি তো হয়েই গেছে, কলহের কারণে সেই ক্ষতি পূরণ হবে না, অথচ মানসিক শান্তিও শেষ হয়ে যায়। সৎসঙ্গের মাধ্যমেই জীবনযাপনের উপায় জানা যায়। শ্বাশুড়ি সৎসঙ্গ শুনে ঘরে এলেন। একদিন সকালে পুত্রবধূ মহিষের দুধ এনে ঘরের সিলিং এর হুকে ঝুলিয়ে রাখেন, তবে বালতিটি ঠিকমতো ঝোলানো হয়নি। তাই বালতিতে প্রায় যে পাঁচ লিটার দুধ ছিল, সব দুধ মেঝেতে পড়ে যায়। সব দুধ নষ্ট হয়ে যায়। পুত্রবধূ ভীত চোখে শাশুড়িকে দেখতে থাকেন। শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন , কি আগুন বেরোবে ভেবে। সৎসঙ্গে শোনা জ্ঞান বিচার শাশুড়ির উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বললেন, বৌমা! এই দুধ আজ আমাদের ভাগ্যে ছিল না। এটা তোমার দোষ না। পুত্রবধূ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তার শাশুড়ি এই নরম কথাগুলো বলছেন। এরপর যে ঘর নরকে পরিণত হয়েছিল, তা স্বর্গে পরিণত হয়ে যায়।

★ "জীবনের পথ" বইটিতে অনন্য দিব্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে, যা সমস্ত ধর্মের ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত।

যেমনটি গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩-২৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

যে সমস্ত সাধক শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করে, নিজের ইচ্ছামত স্বেচ্ছাচারী আচরণ করেন, অর্থাৎ ভক্তির মন্ত্র এবং যজ্ঞ যা শাস্ত্রে লেখা নেই, তা জপ করেন এবং সেই রকম যজ্ঞ করেন, তারা না সুখ পান, না সিদ্ধি, না হয় তাদের জীবনের গতি মানে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি, অর্থাৎ এই ধরনের সাধনা ও ভক্তি দ্বারা মূল্যবান মানবজীবন বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায়ের ২৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তোমার যা করা কর্তব্য অর্থাৎ যে ভক্তি ও সাধনা কর্ম করা উচিত এবং যা অকর্তব্য অর্থাৎ যা করা অনুচিত তার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ।(গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪)

সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনা ও ভক্তি যা সন্ত রামপাল দাসজীর দ্বারা বলা হয়েছে তা শাস্ত্রসম্মত।

এই কারণেই সন্ত রামপাল দাসজীর অনুগামীরা পরমাত্মার ভক্তি থেকে সমস্ত লাভ পাচ্ছেন, যা গীতার উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে, যা শাস্ত্রবিরোধী সাধকরা পান না। যার কারণে তার অনুসারীর সংখ্যা অতুলনীয়ভাবে বাড়ছে। এরকম আরও বই রয়েছে:- ‘জ্ঞান গঙ্গা’, ‘অন্ধ শ্রদ্ধা ভক্তি বিপদজনক জানবে’, ‘গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত’, ‘গরিমা গীতা কী’, ‘ভক্তি দ্বারা ভগবান পর্যন্ত’। সন্ত রামপালজীর জ্ঞান বিচার দ্বারা মানবসমাজ শুধরে

যাবে। পতনশীল মানবতা জেগে উঠবে। দেশের ছেলে-মেয়েরা তাদের সংস্কৃতিতে ফিরে আসবে। ভারতে শান্তি থাকবে। আমরা একসাথে একে অপরের দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব। সুখী জীবন যাপন করব। ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হবে।

ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিও ধর্ষণ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর আইন করেছেন। মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এটা ভাল। আইনও কাজ করে, তবে মনে হয় না, একটি কঠোর আইন যৌন অপরাধ কমিয়ে দেবে। এটি জনগণকে শান্ত করার, সরকারের একটি উপায় মাত্র। যেমন, খুনের অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান থাকলেও প্রতি বছরই বাড়ছে খুনের অপরাধ। আমরা বিশ্বাস করি যে, আইন শুধুমাত্র দুর্বল অংশের জন্য প্রযোজ্য, কারণ কিছু প্রভাবশালী মানুষ আইনের খপ্পর থেকে বেঁচে যায়। এমনকি মামলাও দায়ের হয় না। এ ধরনের অপরাধ ওই প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের সন্তানরাই করে থাকে। আইনের থেকে সমাজের বেশি ভয়। সমাজের ভয়েও, একজন ব্যক্তি কুকর্মকে ভয় পায়, কারণ সে জানে যে তাকে সমাজে থাকতে হবে। সৎসঙ্গের অভাবের কারণে, মানব সমাজেই ধর্মীয় জ্ঞান বিচারের অভাব দেখা দিচ্ছে। যারা আজ যুবক, তাদেরকেই পরে বড়ো-বয়স্ক বলা হবে। তাদের মধ্যে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিচার না থাকে, তাহলে তারা বাচ্চাদের কী শেখাবে? কিন্তু যখন একজন মানুষের (পুরুষ/স্ত্রী) পরমাত্মার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান হবে, তখন সে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা পাবে। অপরাধ করা বিষ( poison ) খাওয়ার সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। সেটা হতে পারে সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজের সৎসঙ্গ থেকে। যদি সৎসঙ্গের মাধ্যমে জনগণের কাছে ভাল জ্ঞান বিচার পৌঁছে যায়, তবে এই সমস্যার সম্পূর্ণ রূপে সমাধান হবে। সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজের সৎসঙ্গে প্রদত্ত জ্ঞান বিচারের কথাগুলির, একটি জাদুকরী প্রভাব শ্রোতাদের উপর পড়ে।

## "পিতা-মাতার প্রতি সেবা ও শ্রদ্ধার অভাব"

বর্তমানে প্রত্যেক মানুষের মনেই তার ছেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে। ছেলেমেয়েদের ভালো চাকরি পেতে হবে। বাচ্চারা, যাদের ভাগ্যে পরমাত্মা লিখে রেখেছেন, তারা তা পেয়ে যায়। উচ্চ সরকারি পদ পায়, ভালো ব্যবহার করে, ধনী হয়ে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত পিতামাতার প্রতি ওই অনুভূতি থাকে না, যা সন্তানদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়। ভালোবাসার বদলে তারা পায় শুধু রুঢ় আচরণ। ছেলে বড় হলে বিয়ে হয়, তখন পুত্রবধূর মধ্যে যদি ভালো মূল্যবোধের অভাব ঘটে, তাহলে নানান কারণে ঘরে কলহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

এই অনুভবের পাশাপাশি বাস্তবেও প্রমাণিত যে, বর্তমানে প্রবীনদের জীবন নরকে পরিণত হয়েছে। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। ছেলের ওপর নির্ভর করতে হয়। পুত্র ও পুত্রবধূ যদি ভালোও হয়, কিন্তু চাকরির জন্য দূরের জায়গায় যেতে হয়। এটা অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়। তখন বাবা-মা অনাথ। বৃদ্ধ বয়সে পরিবারের সেবার প্রয়োজন হয়। সেটা পাওয়া সম্ভব হয় না। শিশুরা যদি সন্ত রামপাল দাস জির সৎসঙ্গ শুনতে পায়, তাহলে তাদের মধ্যে শিষ্টাচার বোধ জাগ্রত হয়। মনে দয়া ভাব উৎপন্ন হয়। বয়স্করাও যখন সৎসঙ্গে যাবেন, তখন তারা নিজেদেরকে একা মনে করবেন না, কারণ সৎসঙ্গে সেবকরা তাদেরকে আপনজনের মতো করে ভালোবাসা ও সম্মান দেয়।

তাদের সেবা করে। সুখে কাটে তাদের জীবন। সন্তানদের কাজের জন্য দূরে বা কাছাকাছি যাওয়াও অনিবার্য। পিতামাতার অর্থাৎ বৃদ্ধদের জন্য সহায়তা অতি আবশ্যক । সন্ত রামপাল দাস গুরুজী এমন ব্যবস্থা করতে চান, যাতে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা ব্যবসায়ীরা( বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা) শহরের পার্কে হেঁটে বা সেখানে বসে কিছু সময় কাটান এবং বর্তমান সময় নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর শেষ পর্যন্ত তারা তাদের নিজ নিজ সন্তানদের অবহেলা নিয়ে ভয়ে ভয়ে আলোচনা করেন। কেউ পুত্র-পুত্রবধূর প্রশংসা করেন, কেউ নিন্দা করেন। যদিও এতে কিছুই সমাধান হয় না, তারা এসব বলে মনের ভার হালকা করতে চান।

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই, যারা নিজেদের পুত্র পুত্রবধুর অবহেলার কথা বলেছিলেন, তাদের পুত্র-পুত্রবধুর কাছে সেই খবরটি এসএমএসের মাধ্যমে পৌছে যায়। তখন তাদের কপালে জোটে আরো হৃদয়বিদারক কথা। সন্ত রামপাল দাসজীর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি গ্রামে এবং শহরে বিশাল সৎসঙ্গের স্থান তৈরি করা, যেখানে প্রতি শনি-রবিবারে সন্ত রামপাল দাসজির সৎসঙ্গ ডি.ভি.ডি বা LCD টেলিভিশনের মাধ্যমে চালানো হবে। এবং একটি ভোজন ভান্ডারার ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে গ্রাম-শহরের সেই সব বাসিন্দারা, যাদের ছেলেমেয়েরা জীবিকার তাগিদে বহুদূর বা কাছাকাছি চলে গেছে, তারা খেতে পাবেন যার ফলে তাদের নিজেদের নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে হবে না। তারা সেখানে পুত্র ও পুত্রবধূর নিন্দা না করে পরমাত্মা নিয়ে আলোচনা করবেন।

যে বয়স্ক মানুষরা আশ্রমে থাকতে চান, তারা থাকতে পারবেন। আশ্রমের সেবাদাররা তাদের সেবা করবেন। তারা পরমাত্মার বিধান সম্বন্ধে পরিচিত। তারা সবাইকে নিজেদের মনে করেন। ওই বয়সে(বৃদ্ধাবস্থা) এসে সেই প্রবীণ নাগরিকররা জানতে পারেন, কে তাদের আপন। কারণ সৎসঙ্গেই এই সমাধান পাওয়া যায়। এইভাবে মানবজীবন সরল হয়ে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। ধরিত্রী স্বর্গ হবে।

আমরা শুধু চাই যে, সন্ত রামপাল দাসজীর সৎসঙ্গের বক্তব্য এবং অন্যান্য সন্তদের বলা সৎসঙ্গের বক্তব্যগুলি পরীক্ষা করে, আদালত সিদ্ধান্ত নেবে যে, কার বক্তব্য বা বইয়ের নিবন্ধগুলি শাস্ত্র অনুসারে সত্য। শাস্ত্র মতে কার দেওয়া সাধনা সত্য। তাঁকেই শুধু প্রচার করতে দেওয়া উচিত। তাঁর সামনে আসা বাধাগুলির সমাধান হোক। এটা জনস্বার্থের কাজ।

ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির যে ঘটনাগুলি খবরে শোনা যায়, তা মোট অপরাধের দশ শতাংশ, কারণ ৯০ শতাংশই তাদের সুনাম হারানোর ভয়ে এবং সামাজিক চাপের ভয়ে কাউকে কিছু বলে না। আজীবন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বাধ্য হয় তারা। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা এই জঘন্য অপরাধ দমন করা যায়। বর্তমানে প্রবচন দেওয়া ধর্ম গুরুদের সংখ্যায় জোয়ার এসেছে। অন্যদিকে অপরাধও বাড়ছে তুলনাহীন ভাবে। এর কারণ হলো এটা যে, সন্ত রামপাল দাস ছাড়া আর কোনো গুরুর জ্ঞান ও ভক্তির মন্ত্র শাস্ত্রানুযায়ী নয়। যার কারণে শ্রোতাদের ওপর স্থায়ী কোনো প্রভাব পড়ে না।

সন্ত রামপাল দাসজীর প্রবচন কঠিন হৃদয়কে কোমল করে দেয়। শ্রোতারা তাদের কর্ম নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়। আমরা এই বিকল্প পথটিও বলতে চাই যে, ২০১২ সালে Sadhna T.V. চ্যানেলে সমস্ত সন্তদের জ্ঞান বিচারগুলি সন্ত রামপাল দাসজী শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিয়ে ছিলেন। তার ডিভিডি তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় ন্যায়ালয় সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কে ভুল, কে সঠিক জ্ঞান প্রচার করছেন। কারণ সেই ডিভিডিতে সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলি দেখানো হয়েছে। সেই সৎসঙ্গগুলির শিরোনাম(title) হল "আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা সন্ত রামপাল V/s অন্যান্য গুরুগণ"। সন্ত রামপাল দাসজির জ্ঞান বিচার এবং অন্যান্য সন্তদের(গুরু) জ্ঞান বিচার, উভয়কে এক-ত্রিত করে ডিভিডি তৈরি করা হয়েছে, যা সত্যকে হাতে-কলমে তুলে ধরেছে।

সৎসঙ্গের ভিডিও এবং বই বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যেতে পারে, এই ওয়েবসাইটে:- www.jagatgururampalji.org

দ্রষ্টব্য:- "জীবনের পথ" বইটি বিনামূল্যে সংগ্রহ করার জন্য নিচের নম্বরে আপনার নাম, পুরো ঠিকানা এসএ-মএস(SMS) করুন। এমনকি আপনাকে ডাকের খরচ দিতে হবে না। বইটি আপনার বাড়িতে বিনামূল্যে পাঠানো হবে:

এসএমএস করুন :- 7027000825, 7027000826, 7027000827
হোয়াটসঅ্যাপের জন্য:- 9992600893

সন্ত রামপাল দাস জির আদেশে “কবীর মানব কল্যাণ সমিতি" গঠিত হয়েছে। এটির গঠনের কারণ এবং এর কাজ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

## এইভাবে মরবেন না কেউ

মানব সমাজের প্রতি অনুরোধঃ

আমরা, সন্ত মহারাজ রামপাল দাসজির অনুসারীরা, আমাদের গুরুজীর আদেশে মানব সমাজের কিছু সেবা করতে এবং সমাজ থেকে কুরীতি ও মন্দ কর্ম দূর করতে ইচ্ছুক। আমরা সবাই মিলে গরিব মানুষদের সাহায্য করতে চাই। দারিদ্র্যের কারণে আর কোনো মানুষ যাতে আত্মহত্যা না করেন, এমন একটি পরিকল্পনা করেছি। আমাদের গুরুদেব সন্ত রামপাল দাসজি ২০১৮-র ২৮শে এপ্রিল তারিখের একটি সংবাদপত্রে একটি দুঃখজনক খবর পড়েছিলেন, যাতে লেখা ছিল যে একজন ব্যক্তি যক্ষায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার চার কন্যা এবং সবার ছোট একটি পুত্র ছিল। 40 বছরের ওই ব্যক্তি শুধুমাত্র আর্থিক অভাবের কারণে তার তিন মেয়েকে (একটি চার বছর বয়সী, অন্যটি সাত বছর বয়সী এবং তৃতীয়টি এগারো বছর বয়সী), তার ভাইয়ের মোটরসাইকেলে করে খালের পারে নিয়ে গিয়ে, তাদের তিনজনকেই বিষ মিশিয়ে খালে ফেলে দেন এবং নিজেও বিষ খেয়ে খালে ঝাঁপ দেন। তারা চারজনই মারা যান। এই আত্মহত্যা এবং হত্যার আগে ভাইকে ফোনে জানান যে, তিনি তার বড় মেয়ে ও একমাত্র ছেলেকে তার স্ত্রীর জিম্মায় রেখে গেলেন। পত্রিকায় ছাপা হওয়া তিন নিষ্পাপ কন্যার ফাইল ছবি নিম্নরূপ:

এ ধরনের ঘটনা এড়াতে মহারাজ জী আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন। একদিকে সমাজে ছড়িয়ে পড়া কুরীতি, যেমন যৌতুক প্রথা, বিয়েতে বিভিন্ন রকমের খরচ খরচা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, বড়যাত্রি সমাগম ইত্যাদি এবং অন্য খারাপ কর্ম যেমন নেশা করা ইত্যাদির কারণে দরিদ্র মানুষ ঋণ ও গুরুতর অসুস্থতায় হয়রান হয়ে পড়েন, মেয়ের বিয়ে এবং পড়াশুনোর অধিক খরচখরচার কারণে আত্মহত্যার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়ে যায়। যেমন এই দুঃখজনক সংবাদে দেখি, একজন পিতামাতা একটি পুত্র লাভের জন্য চার কন্যার জন্ম দিয়েছেন, পঞ্চম বারে পুত্র হয়েছে। যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন বাবা(সংবাদে যেমন খবর ছাপা হয়েছে)। ওই ব্যক্তির সামনে ভয়ের মূর্তি হয়ে যৌতুকের রাক্ষস এসে দাঁড়াল।

না জানি কত দিন বা মাস ধরে তিনি ভেবেছিলেন যে, আমি মরে যেতে পারি, একা স্ত্রী কীভাবে চার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবে, কীভাবে সমাজে দিনদিন বেড়ে চলা অন্যায় ঘটনা থেকে আমার মেয়েদের সম্মান রক্ষা করবে এবং বিয়ের খরচ বহন করবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার সন্তানকে, সে ছেলে হোক বা মেয়ে, নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কিন্তু

যৌতুক রুপী রাক্ষস  এবং সমাজে প্রতিদিন বেড়ে চলা ধর্ষণের ঘটনা এই বাবাকে এতটাই বাধ্য করেছে যে , নিজের হৃদয়ের টুকরো তিন নিষ্পাপ মেয়েকে হত্যা করে ফেলে, আর নিজেও আত্মহত্যা করে। এই দুঃখজনক ঘটনাটি পড়লে এবং বিচার করে দেখলে দম বন্ধ হয়ে যায় ।

★সন্ত রামপাল দাসজির সৎসঙ্গ প্রবচন দ্বারা লোকপ্রচলিত ওই ভুল ধারণাগুলি দূর হয়। যার কারণে পুত্র সন্তা-নের আকাঙ্ক্ষায় চার কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ওই বাবা। পঞ্চম বারে পুত্রের জন্ম হলে তবে তৃপ্তি হয়, যা একটি বড় অজ্ঞতা ও সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা। সন্ত রামপালজি মহারাজের লেখা বই পড়লে এবং সৎসঙ্গ শুনলে ছেলে মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা দূর হয়ে যায়। বিজ্ঞানের যুগে মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বা দুটি সন্তান জন্ম দিয়ে, জীবনে উন্নতি করতে পারেন। দুটি সন্তান, ছেলে হোক বা মেয়ে, সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি সন্তান জন্ম নিলে কোনো দোষ নেই, কারণ এখনো পর্যন্ত এমন কোনো আইন সরকার করেনি, যাতে শিশুর সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

★পরমাত্মা প্রত্যেক প্রাণীকে তার সংস্কার অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করেনঃ- সন্ত রামপাল দাস জি তাঁর সৎসঙ্গ প্রবচনে পরমাত্মার বিধান ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রমাণও দিয়েছেন। এই বলেন যে, আমার এক আত্মীয় অল্প বয়সে মারা গেছেন। চার সন্তান আছে। সেই সময় বড় ছেলের বয়স দশ বছর, ছোটোটার বয়স এক বছর ছিল। যাদের বাবা বেঁচে আছেন, তাদের তুলনায়  বর্তমানে ওরা অনেক ভালো আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন। যদি ওই ব্যক্তি যিনি নিষ্পাপ কন্যাদের হত্যা করেছেন, নিজেও আত্মহত্যা করেছেন, ভগবানের বিধান সম্পর্কে জানতেন, তবে তিনি এমন ভুল করে গুরুতর পাপ করতেন না।

★ হত্যা এবং আত্মহত্যা করা ব্যক্তি নরকে যাবেন এটাই পরমাত্মার বিধান।

আত্মহত্যা এবং হত্যা উভয়ই পরমেশ্বরের বিধান অনুসারে জঘন্য অপরাধ। এটা কোনো অবস্থাতেই করা উচিত নয়। অজ্ঞতা ও সামাজিক কুরীতিই(পণ, আইবুড়ো ভাত, বিদায়, বহু বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়ন) ঐ তিন নিষ্পাপ মেয়ের হত্যা ও এক আত্মহত্যার কারণ হয়েছে। আমরা চাই এমন ভুল আর কেউ না করুক।

তাই সন্ত রামপাল জি মহারাজের সৎসঙ্গের বাণী শুনে বিনা পয়সায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিন, যাতে আপনিও আমাদের মতো সুখী হন। তাঁর সঙ্গে যোগদানের পর শরীরের সকল প্রকার রোগ নাশ হয়ে যাবে। সব ধরনের নেশা দূর হয়ে যাবে। জীবিকার জন্য, সামান্য রোজগারেই কাজ চলে যাবে। দারিদ্র্যের অবসান হবে। জীবনের সব দুঃখের অবসান হবে। সৎসঙ্গের মাধ্যমে মানুষ জীবনের মৌলিক কর্তব্যের জ্ঞান লাভ করে, মানুষ সমস্ত বিকার ত্যাগ করে। তার জীবনে সুখের জোয়ার আসে, কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। তাই একবার অবশ্যই নিচের যোগাযোগ সূত্রে কথা বলবেন। আমরা সাম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করব।

★  কন্যা ও বোনদের উপর ঘটে চলা ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি এবং যৌতুকজনিত অত্যাচারের ঘটনাগুলি সন্ত রামপাল দাসজির তত্ত্ব জ্ঞান, যা পরমাত্মার সংবিধান অনুসারে বলা হয়েছে, তার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত করা সম্ভব। যে কোনো ব্যক্তির পরমাত্মার প্রতি ভয় থাকবে, যার কারণে সে অন্যায় কাজ করতে পারবে না। দীক্ষা গ্রহণের পর মর্যাদার মধ্যে থেকে ভক্তি করতে হয়। ভগবান কবীরজির শক্তিতে আত্মায় শক্তি আসে, যার কারণে অন্যায় কাজ করার প্রেরণা কখনো আসে না।

কেউ ভুল পদক্ষেপ নিতে চাইবে না, কারণ পরমাত্মার জ্ঞান অনুসারে এটি এমন গুরুতর পাপ বলে মনে হয়, যেমন কোনো ব্যক্তি যে বিষ সেবনের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন, সে বিষ স্পর্শ করতে ভয় পায়।

আমরা মানব সমাজকে এভাবে সাহায্য করব:

★ আমাদের গুরুদেব সন্ত রামপাল দাসজি 'কবীর মানব কল্যাণ সমিতি' গঠন করেছেন। দূর দূরান্ত পর্যন্ত যেকোনো কারোর কোনো সংকটজনক পরিস্থিতি দেখা দিলে, তারা কমিটির নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আমরা যতখানি সম্ভব, সব রকম সাহায্য করব। 'কবীর মানব কল্যাণ সমিতি' তাদের মেয়েদের উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা এবং বিয়ে, বই, পোষাক, কলম, বই, স্কুল বাস ভাড়া ইত্যাদির খরচ বহন করবে। কেউ যদি দারিদ্র্যের কারণে অন্য সমস্যায় জর্জরিত হয়, আমরা তাকেও সাধ্যমতো সাহায্য করব।

তাদের জন্য শর্ত হবে:-

১. সন্ত রামপাল দাস জি মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পরে, সারাজীবন ভক্তি করতে হবে।

২. কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা বা ব্যবহারে সহায়তা করা চলবে না।

৩. দীক্ষা গ্রহণকারী ভক্তের জন্য যে নিয়মগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন, তা আজীবন পালন করতে হবে।

৪. কন্যার পিতা-মাতা উভয়কেই দীক্ষা নিতে হবে এবং বছরে অন্তত চারবার সন্তানদের নিয়ে সৎসঙ্গে আসতে হবে, যাতে সন্তানদের মধ্যে ভালো মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে।

৫. কন্যারা বাবা-মায়ের কাছে থাকবে, তাদের লেখাপড়ার খরচ কমিটির সদস্যরা দেবেন। তাদের পড়াশোনার খরচ, বই, পোশাক ইত্যাদির রশিদ কেটে নিতে হবে 'কবীর মানব কল্যাণ সমিতি'র নামে। সেসব পরিবারের নাম নিবন্ধন করা হবে। প্রতি মাসে তাদের সন্তানদের খরচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'কবীর মানব কল্যাণ সমিতি' মেটাবে।

যদি কেউ একটিও মর্যাদা ভঙ্গ করেন, যেমন মদ্ বা কোনো নেশা করেন অথবা অন্যান্য নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে সহায়তা বন্ধ করা হবে। তিনি আর ভুল না করার অঙ্গীকার করলে, সুবিধাটি পুনরায় চালু করা হবে । অনুসারীদের নিয়ে একটি গোয়েন্দা বিভাগ করা হয়েছে, যারা অন্যায়কারীর বিষয়ে কমিটিকে অবহিত করবে। তদন্তকারী দল তদন্ত করবে। সমাজ থেকে সব অপকর্ম দূর হবে। ভক্তি করে সবাই সুখী হবে এবং মোক্ষ লাভ করবে। অসুস্থতা, কন্যার খরচ এবং অন্যান্য ঋণের কারণে, হতাশায় কোনো মানুষ (স্ত্রী/পুরুষ) মূল্যবান মানব জন্ম নষ্ট করবে না। সমাজ সংস্কার হবে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা ও আত্মমুক্তি হবে। ভারত আবার সোনার পাখি হবে। দেশে সত্যযুগের পুনরুত্থান হবে। ভারতবাসীরা সুখের জীবন যাপন করবে।

আমাদের যোগাযোগের বিবরণ:- 7027000496, 7027000462, 7027000492, 7027000962

আবেদনকারী সকল সদস্যগণ,

কবীর মানব কল্যাণ সমিতি, বারবালা (হিসার), প্রান্ত-হরিয়ানা (ভারত)